20

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 08 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

হালচাল

বিশাল আকৃতির লাইব্রেরি কাজে লাগে খুবই কম

॥ কৈলাস সরকার ॥

বহিরাগতদের আড্ডা, পাঠকদের (ছাত্র-শিক্ষক) অনিয়ম, লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা এবং অবহেলার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি এখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা এখন এখানে ভরসা না পেয়ে পার্শ্ববর্তী বৃটিশ কাউন্সিল এবং পাবলিক লাইব্রেরিকেই তাদের পড়ালেখার জন্য বেছেনিয়েছে।

লাইব্রেরিতে সাড়ে ৫ লাখের বেশি বই থাকলেও এ বইগুলো ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনে খুব কমই আসে। নিয়মানুযায়ী ছাত্রছাত্রীরা ক্যাটালগ দেখে লাইব্রেরিতে কর্মরত কর্মচারীকে বই বের করে দিতে বলবে, কিন্তু বই থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে 'বই নেই' বলে কর্মচারীরা ছাত্রছাত্রীদেরকে জানায় বলে অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ছাত্রছাত্রীরা বই পড়ার নামে বই তুলে লাইব্রেরিতে না পড়ে তাদের প্রয়োজনীয় পাতাগুলো কেটে নিয়ে যায়। লাইব্রেরিতে আসা অনেক ছাত্র বইয়ের ভেতরে বিভিন্ন পাতায় অশ্লীল উক্তি লিখে যায়।

নিয়মানুযায়ী লাইব্রেরি থেকে ছাত্রছাত্রীরা তাদের লাইব্রেরি কার্ড (ভিন্ন) দেখিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বই তুলে বাসায় অথবা হলে আনতে পারে, কিন্তু এ লাইব্রেরিতে ছাত্রছাত্রীরা সে সুযোগ পায় না বললেই চলে। কারণ প্রথমত; যে বই

হালচাল ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৩

হালচাল ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(১ম পৃষ্ঠার পর)

দরকার সে বইগুলো এখানে থাকে না, অনেক সময় ভাগ্যক্রমে দু' একটা পাওয়া গেলেও দেখা যায় তার বেশির পাতা বা প্রয়োজনীয় অংশ কাটা। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের নামেও বড় ধরনের অভিযোগ রয়েছে। দেখা গেছে শিক্ষকরা লাইব্রেরি থেকে বই তুলে বছরের পর বছর রাখেন, ফেরত দেয়ার নাম করেন না। লাইব্রেরির নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে বই রাখার জন্য অতিরিক্ত জরিমানা দিতে হয়; কিন্তু এখানে সে নিয়মটির তেমন কার্যকারিতা নেই। তা ছাত্রই হোক আর শিক্ষকই হোক।

সম্প্রতি লাইব্রেরিতে আরো একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এখানে পড়ালেখার পরিবর্তে অনেকে টিউশনি করায় বলেও জানা গেছে। সিনিয়র কোন ছাত্র বা বাইরের কেউ এখানের জুনিয়র ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়মিত প্রাইভেট পড়িয়ে থাকে। দেখা যায় এক জায়গায় অনেকগুলো চেয়ার এবং টেবিল একত্রিত করে এ কাজটি করা হয়।

লাইব্রেরিটি আকারে-আয়তনেই বড়। প্রয়োজনে ভূমিকা নগণ্য। সম্প্রতি প্রকাশিত বিদেশী কোন জার্নাল বা সাহিত্য পত্রিকা এখানে পাওয়া যায় না। দেখা গেছে বিদেশে যে জার্নালটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৪ সালে, তা লাইব্রেরিতে এসে পৌঁছে ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি। ফলে এমফিল করা বা সাধারণ ছাত্রী কারো প্রয়োজনেই এগুলো সময়োপযোগী কাজ দেয় না। শুধু তাই নয়- দেশীয় দৈনিক এবং সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক যে পত্রিকাগুলো এখানে রাখা হয় তার পরিমাণ একেবারেই সামান্য। আর যা রাখা হয় তাও অত্যন্ত অযত্নের সাথে রাখা হয়।

ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, লাইব্রেরির বর্তমান যে বেহাল অবস্থা, তা থাকত না, যদি এখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের দায়িত্ব পালন করতেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী লাইব্রেরির ভেতরে গিয়ে খোঁজখবর নেন না। নিজেদের রুমে বসেই তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

এখানকার কোন তথ্য বা খবর বাইরে প্রকাশ করা হয় না। কোন তথ্য জানতে চাওয়া হলে শেষ পর্যন্ত বলা হয়, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কোন তথ্য জানানো যাবে না।

লাইব্রেরি সম্পর্কিত কিছু তথ্য এবং লাইব্রেরির সমস্যাগুলো জানার জন্যে লাইব্রেরিতে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের কাছে দীর্ঘ ১ মাস যাবৎ ঘোরাঘুরি করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। অফিসে গিয়ে কোন কর্মকর্তার খোঁজ করা হলে বলা হয় 'তিনি নেই'।